দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 09 SEP 1986
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

উপজেলা পরিক্রমা

দেলদুয়ার

॥ মহিবুর রহমান ॥

তিলোত্তমা দেলদুয়ার। এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস প্রসিদ্ধ জনপদ। কালক্রমে এখানে গড়ে উঠেছে আধুনিক উপজেলা শহর। ১৯৮৩ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর দেলদুয়ার থানা উপজেলায় আত্মপ্রকাশ করে। এখানকার ইতিহাসের পাতায় একটি উজ্জ্বল নাম "আটিয়া পরগনা"। এখানে কর্মস্থল ছিল আলী শাহানশাহ্ বাবা আদম কাশ্মিরীর।

ঈশা খান আটিয়া পরগনার শাসন ভার ১৫৯৮ সালে পীর আলী শাহানশাহ বাবা আদম কাশ্মিরীর হাতে তুলে দেন। ১৬০৮ সালে সুপ্রাচীন আটিয়া মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এ মসজিদের ছবি বাংলাদেশের ১০ টাকার নোটে সংযোজন করা হয়েছে। এ মসজিদ মোগল স্থাপত্যের বিশেষ নিদর্শন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান দেলদুয়ারে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে অট্টলিকার পর অট্টালিকা। নির্মাণ হচ্ছে রাস্তা-ঘাট, স্কুল। সর্বত্রই উন্নয়নের আর অগ্রগতির ছাপ। দেলদুয়ার উপজেলার আয়তন ৭৫.৫০ বর্গ মাইল। প্রতি বর্গ মাইলে জন বসতি ২৩৭১ জন। মোট লোকসংখ্যা ১,৬৮,৩৩১ জন।

কৃষি

প্রয়োজনীয় কৃষিজ উপকরণ সার ও কীটনাশক ওষুধ ইত্যাদির কারণে এ উপজেলায় রেকর্ড পরিমাণ ফসল উৎপাদন হচ্ছে না। এখানে সেচ আওতাভুক্ত ভূমির পরিমাণ ৯ হাজার ৬শ' ৩০ একর। গভীর নলকূপের সংখ্যা ১শ' ৭৭টি। অগভীর নলকূপের সংখ্যা ৩শ' ৭৪টি, পাওয়ার পাম্প ১০টি ও সেচযোগ্য পুকুরের সংখ্যা ১শ' ৭টি।

শিক্ষা

বর্তমানে এখানে শিক্ষিতের হার ২০.৩২%। প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই এখানে। এখানে ১৯টি উচ্চ বিদ্যালয়, ৫৭টি প্রাইমারী স্কুল। এর মধ্যে সরকারী ৫০টি আর বাকী ৭টি বেসরকারী, ১৯টি মাদ্রাসা ও ১টি কলেজ রয়েছে। সমস্যা জর্জরিত এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোয় নেই লেখাপড়ার উপযোগী পরিবেশ। এ সকল জরাজীর্ণ বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা ও আসবাব পত্রের অভাবে ব্যাহত হচ্ছে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর লেখাপড়া।

চিকিৎসা

চিকিৎসা ব্যবস্থায় এখানে অনেক জটিলতা রয়েছে। আধুনিক চিকিৎসার ন্যূনতম সুযোগ হতেও এ অঞ্চলের অধিবাসীরা বঞ্চিত। হাসপাতালে জীবন রক্ষাকারী অনেক ওষুধই নেই।

যোগাযোগ

যোগাযোগ ব্যবস্থায় দেলদুয়ার উপজেলা খুবই অনুন্নত। জেলা সদর হতে ৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অথচ ৬ মাইল ভ্রমণ করতে ১/১১/২ ঘন্টা সময় লেগে যায়। যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হয়। আয়তনের তুলনায় সড়ক ব্যবস্থা অপ্রতুল। মোট রাস্তা হচ্ছে ১২৬ মাইল, পাকা রাস্তা ১২ মাইল, ব্রিক সোলিং ৯ মাইল আর বাদবাকি ২০৫ মাইল কাঁচা। যোগাযোগের আরও কয়েকটি মাধ্যম রয়েছে তা হচ্ছে ডাক ও তার যোগাযোগ। এখানে চিঠি-পত্র প্রাপকদের কাছে পৌঁছতে অনেক দেরী হয়। ডাকঘরে বিভিন্ন প্রকার টিকিটের অভাব লেগেই আছে। এখানে ১টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও ১টি পাবলিক অফিস রয়েছে। এখানে সরাসরি ডায়ালিং পদ্ধতি নেই।